

উপজেলায় এসএসসি

পরীক্ষায় অব্যবস্থা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি উপজেলায় মাত্র একটা এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে। উদ্দেশ্য গণটোকাটুকি বন্ধ করা। কিন্তু তারা বোধ হয় ভেবে দেখেননি যে, উপজেলার একটা বিদ্যালয়ে কতজন পরীক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এতে আছে কিনা। এখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে একটা পরীক্ষা কেন্দ্রে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর ভিড় হয়েছে। স্থানের অভাবে বিদ্যালয়ের আশপাশে তাবু খাটতে হয়েছে এবং টুল-বেঞ্চের অভাবে এক বেঞ্চে ৩৪ জন পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে গণটোকাটুকির ও গণখাতা বদলের পথ প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। এতে পরীক্ষা কেন্দ্রটি একটা বাজারে পরিণত হয়েছে এবং পরীক্ষার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে একে একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। কত পক্ষ চাকার মন্ত্রণালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে বসে যে উদ্ভট নির্দেশ জারি করেছেন তা কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্রের পরিদর্শকগণ ও স্থানীয় প্রশাসন এবং পরীক্ষা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ হিমশিম খাচ্ছেন। পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগের রাতে স্থানীয় কত পক্ষ উপকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়ে সকল পরীক্ষার্থীকে একটামাত্র কেন্দ্রে জড়ো করায় এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আগামীতে বোর্ডসমূহের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণে যেন কোন অব্যবস্থা ও অরাজকতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমরা কয়েকটা প্রস্তাব রাখতে চাই :

১। পরীক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে প্রত্যেক উপজেলায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করে তাতে পরীক্ষার্থীদের স্থান ও টুল-বেঞ্চ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

২। নির্বাচিত কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত কক্ষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা--প্রত্যেক ১৫ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ১ জন কক্ষ পরিদর্শক এবং আরও বেশ কয়েকজনকে রিজার্ভ রাখা।

৩। বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় ভিজিলেন্ট টিম গঠিত করে প্রত্যেক কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৪। শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা।

৫। পরীক্ষার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যাতে কেন্দ্র হতে অনেক দূরে থাকে তার ব্যবস্থা করা।

আগামী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

আরম্ভ হবার আগে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমরা কত পক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তারা যেন বর্তমান এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের অব্যবস্থা ও অরাজকতার পুনরাবৃত্তি সেখানে না ঘটান।
আজমত উল্লাহ,
চট্টগ্রাম